দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

128

পরীক্ষার্থীরা গিনিপিগ— শিক্ষকরা সন্দেহভাজন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে একটি সার্কুলার জারি করেছে। এসএসসি পরীক্ষার পর স্বল্প ব্যবধানে এ ধরনের একটি নির্দেশ জারি করে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষাকে এক ভীতিকর পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

কোন ব্যবস্থার রদবদল কিংবা নতুন কোন পদ্ধতি চালুর আগে যথেষ্ট সময় নেয়ার যৌক্তিকতা আমলাতন্ত্র স্বীকার করতে নারাজ, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী তো একজন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি একটি ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে এর সকল দিক সম্পর্কে কোনরূপ সুষ্ঠু ভাবনা–চিন্তা, আলাপ–আলোচনা না করে আমলাদের হাতে সবটা ছেড়ে দিলেন কোন্ ভরসায়?

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীরা উদ্বেগাকুল মনে শেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের শিক্ষাজীবনের এরকম একটি মুহূর্তকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেছে নিয়েছেন তাদের দুর্নীতি ব্যাধিমুক্ত এবং পরীক্ষা গ্রহণ সুষ্ঠু পরিচালনার নামে। তারা একটি অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছেন। তারমধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক, নকলকারী পরীক্ষার্থীর গোপন বহিষ্কারের সিদ্ধান্তটি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার নব উদ্ভাবিত ওষুধটি প্রথম প্রয়োগ করতে যাচ্ছে এবারের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। পরীক্ষার্থীদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করে আমলাতন্ত্র নিশ্চিত সাফল্যের আশা করছে। এই পরীক্ষা–নিরীক্ষায় দেশবাসী সায় দিতে পারে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। পরীক্ষায় প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক ছাত্র বহিষ্কার হয়, হল থেকে তাদের বহিষ্কারের সময় অন্যান্য পরীক্ষার্থীর মনোযোগ ক্ষুণ্ন হয় এবং একটা মানসিক চাপ তথা প্রতিক্রিয়া তাদের নিরুদ্বিগ্ন পরীক্ষাদানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। একই সময় এজন্য পরিদর্শক শিক্ষকের লাঞ্ছিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এক কথায় শিক্ষকরা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন। এই নিরাপত্তাহীনতা বোধ নিয়ে তারা সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন। এসবই স্বীকার্য, কিন্তু তার প্রতিকার পদ্ধতিটি যেমন অমানবিক তেমনি অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে হয়। নকলকারী কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করার এই ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী, এমনকি কোন ক্ষেত্রে অভিসন্ধিমূলক না হলেও। যে পরীক্ষার্থীকে নকলের অপরাধে বহিষ্কার করা হবে তার অজান্তে তার শাস্তি বিধানের রীতি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। এভাবে নকলকারীকে চিহ্নিত ও শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে অন্য সব বিবেচনা বাদ দিলেও এর টেকনিক্যাল জটিলতা ও ত্রুটি এড়ানোর কোন সুনিশ্চিত পথ নেই। তাছাড়া এটা আইনগতভাবেও একটি গণতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এরকম একটি শাস্তির বিধান কোর্ট মার্শালের সঙ্গেই তুলনীয়। তাই এ নির্দেশ কোন সুষ্ঠু বিচার–বিবেচনাপ্রসূত হতে পারে না। পরিদর্শক– শিক্ষককে স্বশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধ করার কোন কার্যকর পদ্ধতি নয়, উপরন্তু শিক্ষকদের সকলকে সন্দেহভাজনের তালিকায় ফেলে দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করার সামিল; যা শিক্ষকসমাজের পক্ষে সম্মান হানিকর।

সঙ্গত কারণেই শিক্ষক সমিতি এর প্রতিবাদ করেছে। তাছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিক্ষক হয়রানি। অন্য কলেজে গিয়ে পরিদর্শক–শিক্ষকরা নিরাপত্তাহীনতায় শুধু ভোগেন এটাই একমাত্র কারণ নয়। এর বাইরেও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না অপরিচিত পরিবেশে। তদুপরি রয়েছে তাদের থাকা–খাওয়ার সমস্যা। ইতিপূর্বে এ ধরনের পদ্ধতির আংশিক প্রয়োগের শিকার ভুক্তভোগী শিক্ষকরা তাদের ভ্রমণভাতা দু'বছর পার হওয়ার পরও আজও পাননি। আমলারা তাদের নিরাপদ পরিবেশে বসে যে নির্দেশনামা তৈরি করেন, এ ধরনের সমস্যা তাদের নেই। কারণ, তারা নিজেরাই হর্তাকর্তা বিধাতা। তাদের ভ্রমণভাতা, থাকা–খাওয়ার সমস্যার সমাধান করেই তারা ট্যুরে বেরিয়ে পড়েন। বেচারা শিক্ষকরা তাদের কাছে ধরনা দিয়ে তাচ্ছিল্য ও হয়রানির শিকার হন। দ্বিতীয়ত, মহিলা শিক্ষকদের তো নিরাপত্তাহীনতা পরীক্ষার হলেই শুধু নয়, বাসস্থানের অপ্রতুল ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রসারিত। দক্ষ আমলারা এটাও বিচার্য মনে করেননি তাদের ত্রয়োদশী অহঙ্কার আর ক্ষমতাদর্পী পরিবেশে অবস্থান করে।

আমরা শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন জানাবো এই ভরসায় যে, তিনি জনপ্রতিনিধি; এই উদ্ভট ও অকার্যকর এবং পরীক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষে অগ্রহণযোগ্য পদ্ধতিটি তিনি বাতিল এবং প্রদত্ত নির্দেশটি প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা অবিলম্বে নেবেন। তার সদিচ্ছা ও শুভবুদ্ধির নিকট আমাদের এই ছোট্ট নিবেদন, পরীক্ষায় দুর্নীতি তথা পরীক্ষার্থীদের একাংশের নকলবাজির জন্য এই পাইকারি শাস্তির ব্যবস্থাটা রদ করা হোক।

দুর্নীতি ও নকলবাজিতে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষক এবং কিছু ছাত্র যুক্ত থাকলেও অধিকাংশ শিক্ষক সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ এবং বেশির ভাগ পরীক্ষার্থী নকলবাজ নয়।

এ যাবৎ এক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থা পরীক্ষা পরিচালনায় দুর্নীতি বন্ধ এবং নকলবাজি রোধের পক্ষে যথেষ্ট নয়– এটা সকলেই স্বীকার করবেন। এ প্রসঙ্গে এটাও স্মরণীয় যে, এই ব্যাধিতে অভিভাবক, প্রশাসন এবং এমনকি খোদ বোর্ডের মধ্যেও অনেকে আক্রান্ত। অতীতে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, যেমন প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকলে সহযোগিতার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা জানে না এমন নয়। গত বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশের উপর একজন প্রভাষকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। গোপন বহিষ্কারের বিষয়টি ব্যতীত আর সব বিষয়ে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

আমরা পরামর্শ দিতে চাই যে, পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষা পরিচালনা এবং নকল রোধের জন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন তথা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হোক। সেখানে শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করবেন। কারণ কথিত দুর্নীতি যেখানে কম–বেশি ছাত্র–শিক্ষকের বাইরে সমাজের অন্যান্য স্তরে যথা অভিভাবক ও প্রশাসনেও বিস্তৃত, সেখানে সকল পক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

শুধু নির্দেশবলে কোন দুর্নীতি বিদূরিত করা যায় না। সচিবালয়ের নিভৃত টেবিলে বসে একক সিদ্ধান্তের ভয়াবহতা কত গভীর, গোপন বহিষ্কারের মতো একটি ব্যবস্থা তার নিদর্শন। নকলকারী ছাত্রটি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে না, তার অজ্ঞাতেই সে অপরাধী বলে চিহ্নিত হবে এটা একনায়কত্বধর্মী প্রশাসনের পক্ষেই নির্ধারণ সম্ভব। কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ ধরনের গোপন অস্ত্রে কুত্রাপি শান দেয়া হয় না।

এই নির্দেশটি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন ও ভীত করে তুলবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই গোপন বিচার কার্যটি পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের শান্ত পরিবেশ বজায়ের নামে এক ক্রূর পরিহাস। সকল সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি, শিক্ষক ছাত্র ও অভিভাবক এই নির্দেশটির তাৎক্ষণিক প্রত্যাহারের পক্ষপাতী বলে আমরা মনে করি।